23 OCT 2016
পৃ: ৫ কলাম: ২

দৈনিক
ইত্তেফাক

চবি'র ব্যবসা অনুষদে ব্যাপক সেশনজট

শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়, তারা হয়ত অনেকটা দায় ঠেকেই শিক্ষকতা করছেন

■ মোস্তফা রনি, চবি প্রতিনিধি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবসা অনুষদের শিক্ষার্থীরা ব্যাপক সেশনজটের কবলে পড়েছে। অনুষদের ৯টি বিভাগের মধ্যে ৪টি বিভাগে রয়েছে তীব্র সেশনজট। বিভাগগুলো হলো একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স ও মার্কেটিং। এর মাঝে সেশনজটের শীর্ষে অবস্থান করছে একাউন্টিং বিভাগ।

জানা গেছে, প্রায় দুই বছরের বেশি সময় সেশনজটে আটকা পড়ে আছে একাউন্টিং বিভাগ। নিয়ম অনুযায়ী এ বিভাগে ২০১০-১১ সেশনের শিক্ষার্থীদের চার বছর মেয়াদী বিবিএ কোর্স শেষ হওয়ার কথাছিল ২০১৪ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু বর্তমানে ২০১৬ সালের শেষে এসে সবেমাত্র বিবিএ ফাইনাল পরীক্ষার ফরম পূরণের কার্যক্রম শুরু হয়েছে এ সেশনের। এতে করে ২০১৬ সালে ফাইনাল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে কিনা তা নিয়ে সন্দিহান শিক্ষার্থীরা।

এ বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকরা তাদের ব্যক্তিগত কাজ নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকেন। তাদের আচরণ দেখে মনে হয়, তারা হয়ত অনেকটা দায় ঠেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করছেন। প্রায় দুই বছর সেশনজট থাকলেও এ কথা অস্বীকার করেন হিসাব বিজ্ঞান বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. আব্দুর রহমান। সেশনজট সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অনেকটা উত্তেজিত হয়ে বলেন, 'আমাদের বিভাগে কোনো ধরনের সেশনজট নেই। আমার বিভাগে কেউ সেশনজটের অভিযোগ করে থাকলে তাকে আমার সামনে নিয়ে আসো।' তবে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬/৭ মাস জট থাকাটা স্বাভাবিক বলেই মনে করেন তিনি।

অন্যদিকে ম্যানেজমেন্ট, ফাইন্যান্স ও মার্কেটিং বিভাগে রয়েছে দেড় বছর করে সেশনজট। জানা যায়, ম্যানেজমেন্ট বিভাগের ২০১০-১১ সেশনের শিক্ষার্থীদের এমবিএ শেষ করার কথাছিল ২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে। কিন্তু ২০১৬ সালের শেষে এসেও এমবিএ'র প্রথম সেমিস্টারই এখনো শুরু হয়নি। ফাইন্যান্স বিভাগের ২০১২-১৩ সেশনের শিক্ষার্থীরা সপ্তম সেমিস্টারে থাকার কথা কিন্তু এখানো তারা পঞ্চম সেমিস্টারে পড়ে রয়েছে। মার্কেটিং বিভাগের চিত্র অনেকটা একই রকম।

এ সব বিভাগের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষকরা অজুহাত দেখান, এক্সটার্নাল শিক্ষকরা খাতা সময়মতো জমা দেন না। অথচ এক্সটার্নাল শিক্ষকরা খাতা সময়মতো জমা না দিলেও তার জবাবদিহিতার ব্যবস্থা রয়েছে।

এ ব্যাপারে ফাইন্যান্স বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. জাহাঙ্গীর বলেন, এই বিভাগে অনেক আগে থেকে সেশনজট চলে আসছে। তবে গত ২০১২-২০১৩ সালে দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে ক্লাস সঠিক সময়ে শেষ করতে না পারার কারণেই এই ধরনের সেশনজট তৈরি হয়েছে। এ ছাড়াও পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটি, প্রশাসনিক দীর্ঘসূত্রতা, ফলাফল তৈরি, ফলাফল প্রকাশের জটিলতার কারণে সেশনজটে পড়তে হয় শিক্ষার্থীদের।